IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

শিরোনাম: কাজী নজরুল ইসলামের গজলে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের প্রতিফলন।

Reflection of Khayyam`s Rubaiyat on Nazrul`s Ghazal.

Research Supervisor: Dr. Chaya Rani Mandal.
Associate Professor, Department of Hindustani Classical Music.
Sangit-Bhavana. Visva-Bharati, Santiniketan.

Researcher Name: Md. Aftab Uddin.
Research Scholar, Department of Hindustani Classical Music.
Sangit-Bhavana. Visva-Bharati, Santiniketan. West-Bengal, India.

• **সারসংক্ষেপ:** আদিকাল থেকে বিশ্বের প্রতিটি ছত্র সুরের মায়াজালে আচ্ছন্ন। প্রতিটি জীবনে সংগীত এক বিশেষ স্থান জুড়ে থাকে। সংগীতের বহুবিদ অচলায়তনে গজল একটি যথার্থ পরিচিত ধারা। এই ধারা বিশ্বের অনেক স্থানে আমরা দেখতে পাই। যেমন, আরবে, পারস্যে, ইউরোপে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে। গজলের অন্যতম নান্দনিক ধারা হল রুবাইয়াত। এই রুবাইয়াতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের বাংলা ভাষার অন্যতম কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর গজলে বহু নিদর্শন রেখে গেছেন। সেই সম্পর্কে আমার একটি তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ।

মুখ্য শব্দ : রুবাইয়াত, গজল, অনূদিত, ভাবধারা।

ভূমিকাঃ কাজী নজরুল ইসলাম ক্ষুদ্র জীবনে শিল্প, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের অনেক ধারায় বিচরণ করেছেন। আজীবন দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা

সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন দু'হাত ভরে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তিনি ইন্দো-ইরানীয় সাহিত্যের সাথে ঘটিয়েছেন মেলবন্ধন। কুরআন, পুরাণ, পুঁথি থেকে তুলে এনেছেন নিরপেক্ষ সাম্যাবস্থা। এজন্যই বিদ্রোহী নজরুলের সুবাস ভেসে বেড়ায় বাংলা সাহিত্যে সর্বত্র। নজরুলের সুস্থাবস্থার কর্ম জীবন যতটা ক্ষুদ্র ঠিক ততটাই বৃহৎ তাঁর সাহিত্য কর্ম পরিধি। নজরুল শত শত রাগ-রাগিনীর মিশ্রণে লিখে গেছেন অজস্র গান। অনেকগুলো গানের ধারাতে রেখেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। সে সকল গানের ধারার অন্যতম একটি ধারা হল বাংলা গজল। কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা গজল সম্পর্কে মোহাম্মদ আবুল খায়ের লিখেছেন "গজল রচনায় নজরুল এতটা সাফল্য অর্জন করেছেন যে, তিনি যদি গজল ছাড়া আর কোন সংগীত রচনা না করতেন তাহলেও বাংলা সংগীত গগনের ধ্রুবতারা রূপে পরিগণিত হতেন।"১

নজরুলের গজলের বিভিন্ন ধারা উপধারায় উঠে এসেছে ফার্সি সাহিত্যের প্রভাব। ফার্সি সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ ওমর খৈয়াম ও তাঁর রুবাইয়াত। কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা গজলে ওমর খৈয়ামের প্রভাব এবং তাঁর রুবাইয়াতের প্রতিফলন কিভাবে ঘটেছে তা তুলে ধরা হবে এই আলোচনায়।

১. মোহাম্মদ আবুল খায়ের,নজরুল সংগীতে নান্দনিকতা,এডরন পাবলিকেশন্স,প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪ পৃষ্ঠা-৭৮।

অধ্যাপক এ. জে. আরবেরির মতে, পৃথিবীর শিক্ষিত লোক মাত্রই খৈয়াম কে জানে অন্তত একটি রুবাইয়াত তাদের কাছে পৌঁছে গেছে তা হল।

ওমর খৈয়ামের মূল ফার্সি:-

তুঙ্গী ময় লল খোয়াম ওয়া দিওয়ানী
সদ্দ রমকী বায়েদ ওয়া নিফসে নাজি
ওয়াজ গাস মান ওয়াতু নিসফতে দর ওয়ারাজি
খোশতর বুদ আম সামলাকাত সুলতানী

মূল ফার্সি থেকে এডওয়ার্ড ফিটসজেরাল্ডের অনুবাদ:

A Book of Verses underneath the Bough,
A Jug of Wine, a Loaf of Bread—and Thou
Beside me singing in the Wilderness—
Oh, Wilderness were Paradise enow!

এডওয়ার্ড ফিট্সজেরাল্ডের ইংরেজি থেকে কান্তি চন্দ্র ঘোষের অনুবাদ:
সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর,
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার সেই বনানী স্বর্গপুর।

মূল ফার্সি থেকে কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদ:
এক সোরাহি সুরা দিও একটু রুটি ছিলকে আর,
প্রিয় সাকী, তাহার সাথে একখানা বই কবিতার,
জীর্ণ আমার জীবন জুড়ে রইবে প্রিয়া আমার সাথে,
এক যদি পাই চাইব না তখত্ আমি শাহানশার।

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম রুবাইয়াত অনূদিত হয় কান্তি চন্দ্র ঘোষের মাধ্যমে। তিনিই প্রথম ১৯১৯ সালে ওমর খৈয়ামের ৭৫ টি রুবাইয়াত অনুবাদ করেন। বাংলা ভাষায় কান্তি চন্দ্র ঘোষ ছাড়াও নরেণ দেব, মল্লিনাথ, ক্ষীরোদ কুমার রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, সিকান্দার আবু জাফর, ড: মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সহ প্রায় ৭২ জন রুবাইয়াত অনুবাদ করেন। তবে কান্তি চন্দ্র ঘোষের মত এ সকল অনুবাদের বেশির ভাগই ফিটসজেরাল্ডের ইংরেজি থেকে অনূদিত।

বাংলা ভাষায় সর্ব প্রথম মূল ফার্সি থেকে কাজী নজরুল ইসলাম ওমর খৈয়ামের ১৯৭ টি রুবাইয়াত অনুবাদ করেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলী বলেন: “ওমরই ওমরের সর্বশ্রেষ্ঠ। মল্লিনাথ এবং কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী।”২

[২। সৈয়দ মুজতবা আলী,সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী ২য় খন্ড,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স,প্রথম প্রকাশ ভাদ্র,১৩৫৭ পৃষ্ঠা-৩৬১]

ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত অনুবাদের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম ভাব, ভাষা এবং ছন্দের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের অন্তমিলের ধরন [A,A B A] ছন্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজী নজরুল ইসলামও একই অন্তমিলের ধরন [A,A B A] বজায় রেখে রুবাইয়াত অনুবাদ করেন। ওমর খৈয়ামের অনূদিত এবং অনুপ্রাণিত রুবাইয়াতের বেশ অনেকগুলোকে নজরুল গজলে রূপ দিয়েছেন। রুবাইয়াত কে গজলের সুর,তাল, লয় ও রাগের বেষ্টনীতে সর্বপ্রথম তিনিই সার্থক করেন। নজরুলের এই পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের জন্যই তাঁর রচিত গজল পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা। এই জন্যেই কাজী নজরুল ইসলাম কে বাংলা গজলের প্রবর্তক বলা হয়।

রুবাইয়াতের নির্যাস প্রাপ্ত কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি গজল হল:

"শূন্য আজি গুলবাগিচা।"৩

"গোলাব ফুলের কাঁটা আছে।"৪

"আনো সাকী সিরাজি।"৫

"বিরহের গুলবাগে মোর।"৬

"খোদার প্রেমে শরাব পিয়ে।"৭

"এ কোন মধুর শরাব দিলে।"৮

"পিও শরাব পিও।"৯

"গুলবাগিচায় বুলবুলি তুই।"১০

"আন গোলাপ পানি, আন আতরদানি।"১১

[৩। রশিদুন নবী,নজরুল সংগীত সংগ্রহ,কবি নজরুল ইনস্টিটিউট,ফেব্রুয়ারি২০২১,পৃষ্ঠাঃ৬২]

[৪।রশিদুন নবী,নজরুল সংগীত সংগ্রহ,কবি নজরুল ইনস্টিটিউট,ফেব্রুয়ারি২০২১,পৃষ্ঠাঃ৬৫৪]

[৫।রশিদুন নবী,নজরুল সংগীত সংগ্রহ,কবি নজরুল ইনস্টিটিউট,ফেব্রুয়ারি২০২১,পৃষ্ঠাঃ৬৪]

[৬।রশিদুন নবী,নজরুল সংগীত সংগ্রহ,কবি নজরুল ইনস্টিটিউট,ফেব্রুয়ারি২০২১,পৃষ্ঠাঃ১০০]

[৭।রশিদুন নবী,নজরুল সংগীত সংগ্রহ,কবি নজরুল ইনস্টিটিউট,ফেব্রুয়ারি২০২১,পৃষ্ঠাঃ২০]

[৮।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ১০ খন্ড, বাংলাএকাডেমি১৯৯৩, পৃষ্ঠাঃ২৩৮]

[৯। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৩য় খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৭১]

[১০। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৫ম খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ২২৫]

[১১। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৬ষ্ঠ খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ২৬৪]

কাজী নজরুল ইসলামের গজল গুলোতে ওমর খৈয়ামের Wine and Intoxication অনুষঙ্গের দার্শনিক প্রজ্ঞার প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন, The intoxicant wine যা ব্যবহৃত হয়েছে দৈনন্দিন যাপিত জীবনের দুঃখ কষ্টকে ভুলে থাকার জন্য। The Mystical wine ব্যবহৃত হয়েছে অতীন্দ্রিয়তা বুঝাতে। The wine of wisdom দ্বারা বোঝানো হয়েছে বিশেষ ধরনের প্রজ্ঞা। কাজী নজরুল ইসলাম ওমর খৈয়ামের উক্ত ভাব গুলোর মধ্যে তাঁর রচিত গজলে Intoxicant wine এবং The wine of wisdom এর ব্যপক প্রয়োগ করেছেন। শুধু তাই নয়, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর গজলে ওমর খৈয়ামের "খ্যামারিয়াত" ভাবও বজায় রেখেছেন। "খ্যামারিয়াত" হল মদ্যের কবিতা যা এসেছে প্রাচীন আরবের "Golden Ods" কাসিদা থেকে। এই জন্য কাজী নজরুল ইসলামের গজলে সর্বত্র সুরা, সাকী, শরাব, পেয়ালা, বেহুশ, শরাবখানা, সরাইখানা, গুল, দাফন, কবর, নিয়ামত, দিলরুবা, খোদা, পীর, আস্তানা, গজল, শিরীন, শিরাজী, গোর, খুশবু, বুলবুলি, গুলিস্তান, লালা, মেকী, সেরেফ,তাকদীর, দোস্ত, গুলবাগিচা, খিজির, বরাত, কারসাজি সহ আরও অনেক ফার্সি ও আরবি শব্দের ব্যপক প্রয়োগ তাঁর গজলে ঘটিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম এই শব্দগুলো ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের মত প্রতীকী অর্থে এবং ভাবার্থে গজলে ব্যবহার করেছেন। যেমন, শরাবের আক্ষরিক অর্থ মাতাল হওয়া কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম তা প্রতীকী অর্থে সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর প্রেমে দুনিয়াবী ছেড়ে বুঁদ হয়ে থাকাকে বুঝিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জগত বিখ্যাত পার্সিয়ান সুফী মওলানা জালাল উদ্দিন রুমীর বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছেন "খোদাকে এত বেশি বেশি কর স্মরণ, যাতে তুমি নিজেকে ভুলে যাও।"

কাজী নজরুল ইসলামের অনেকগুলো গজলে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের ভাব ধারা বিদ্যমান। সে ভাব ধারার অনেকগুলোর ঘটেছে সার্থক প্রতিফলন। কাজী নজরুল ইসলাম এই ভাব ধারাগুলোর অন্ধ অনুকরণ করেন নি বরং অদ্‌ভুত দক্ষতায় গজলে এর সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তেমনি কিছু ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত এবং নজরুলের বাংলা গজলে প্রষ্‌ফুটিত রুবাইয়াতের ভাব ধারার তর্জমা করা হল।

কাজী নজরুল ইসলামের গজল:

"পিও শরাব পিও!

তোরে দীর্ঘ সে কাল গোরে হবে ঘুমাতে

সে তিমির-পুরে

তোর বন্ধু স্বজন প্রিয়া রবে না সাথে।"১২

"আজ বাদে কাল আসবে কি না

কে জানে ভাই কে জানে।

ভোল রে ব্যথা বেদন আতুর,

লাল শারাব ভরপুর প্রাণে।"১৩

"যেদিন লব বিদায় ধরা ছাড়ি প্রিয়ে।

ধুয়ো লাশ আমার লাল পানি দিয়ে।

শারাবী জমশেদী গজল জানাজায় গাহিও আমার

দিবে গোর খুঁড়িয়া মাটি খারারী ঐ শরাবখানার।"১৪

(১২।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৩য় খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৭১)

(১৩।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৩য় খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৭২)

(১৪।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৩য় খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৭৪)

“রে অবোধ! শূন্য শুধু শূন্য ধূলো মাটির ধরা।
শূন্য ঐ অসীম আকাশ রংবে রংঙের খিলান করা।
হাওয়াতে শূন্য নিমেষ, নিমেষে যার হয়ে শেষ।”১৫

“তরুণ প্রেমিক প্রণয় বেদন জানাও জানাও বেদিল প্রিয়ার।
ওগো বিজয়ী নিখিল হৃদয় কর কর জয় মোহন মায়ায়।
নহে ঐ এক হিয়ার সমান হাজার কাবা হাজার মসজিদ,
কি হবে তোর কাবার খোঁজে, আশায় খোঁজ তোর হৃদয় ছায়ায়।”১৬

ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত:
“স্বর্গে পাব শারাব সুধা,
এ যে কড়ার খোদ খোদার
ধরায় তাহা পান করলে
পাপ হয় এ কোন বিচার?”১৭

(১৫। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৩য় খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৭৫)

(১৬। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৩য় খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৭৩)

(১৭। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৬ষ্ঠ খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৬৩)

(১৮।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৬ষ্ঠ খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৬৪)

(১৯।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৬ষ্ঠ খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৮৬)

(২০।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৬ষ্ঠ খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৬১)

কাজী নজরুল ইসলামের গজল এবং ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নজরুলের গজলে ওমর খৈয়ামের মুনাজাত, শিকায়াত-ই-রোজগার এবং ওমরের মৃত্যু ভাবনা নিহিত। কাজী নজরুল ইসলামের উল্লেখিত গজলে ঠিক একই ভাব ধারা এবং বাণীর অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে। শিকায়াত-ই-রোজকার হল অদৃষ্টের প্রতি অনুযোগ। মানুষের জন্ম

মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়টা স্বল্পকালের খেলা। মানুষ মুসাফিরের মত আসে, পৃথিবীতে কিছুকাল থেকে চলে যায়। কারণ, মানুষ হল নিয়তির পুতুল। অন্যদিকে মুনাজাত হল ঈশ্বরের প্রতি নেতিবাচক চিন্তা ভুলে একাগ্রতায় মগ্ন থাকা। মানুষ যখন একাগ্রতা ছেড়ে নেতিবাচক চিন্তায় মশগুল থাকে তখন মানুষ পাপ কাজের অনুশোচনার ভয় করে। অথচ পাপের ভয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসার কোন পূন্য নেই। নজরুলের উল্লেখিত গজলগুলো ওমর খৈয়ামের ফার্সি রুবাইয়াত থেকে অনূদিত হলেও ভাব ধারার যোগসূত্র একই বিন্দুতে নিহিত।

কাজী নজরুল ইসলামের গজলে ওমর খৈয়ামের ভাব ধারার আরও একটি প্রতিফলন দেখতে পাই হজও ধারায়। হজও হল বকধার্মিক, ভন্ডদের দাম্ভিকতা এবং মূর্খদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে লিখা।

যেমন, ওমর খৈয়ামের একটি রুবাইয়াত:

"ভন্ড যত ভড়ং করে দেখিয়ে বেড়ায় জায়নামাজ

চায় না খোদায় লোকের তাহার প্রশংসা চায় ধাপ্পাবাজ।

দিব্যি আছে মুখোশ পরে সাধু ফকির ধার্মিকেরা।

ভিতরে সব কাফের এরা বাইরে মুসলমানের সাজ।"২১

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ইসলামি পর্যায়ের একটি গজল রচনা করেন ঠিক এই ভাববাদের উপর ভিত্তি করে।

তিনি রচনা করেছেন:

"ইয়া মুহাম্মদ বেহেশত হতে

খোদাকে পাওয়ার পথ দেখাও।

এই দুনিয়ার দুঃখ থেকে

এবার আমায় নাজাত দাও।"২২

ওমর খৈয়াম এবং কাজী নজরুল ইসলামের যুগের ব্যবধান প্রায় হাজার বছর হলেও তারা দুজনেই লড়েছিলেন ধর্মের অপপ্রচারকারী এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে। নজরুল তাঁর গজলের মাধ্যমে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) কে বেহেশত থেকে পথ দেখানোর আর্জি জানিয়েছেন কারণ উনার মৃত্যুর পর ধর্ম রক্ষাকারীরা নানা অনাচারে লিপ্ত হয়ে উঠে।

(২১।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৬ষ্ঠ খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৭৭)

[২২।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ১০ম খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ২৩৮]

ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের বাহারিয়া ভাব এবং ফিরাকিয়া ও ওসালিয়া ভাব নজরুলের গজলে দৃশ্যমান রয়েছে। যেমন, ওমর খৈয়ামের বাহারিয়াত ভাবে রচিত রুবাইয়াত:

"বুলবুলি এক হালকা পাখায় উঠে যেতে গুলিস্থান।

দেখল হাসিমুখ ভরা গোলাপ লিলির ফুল বাথান।"২৩

এর সাথে নজরুলের রচিত গজল:

"গুলবাগিচায় বুলবুলি তুই রঙিন প্রেমের গাই গজল।"২৪

কিংবা ওমর খৈয়ামের:

"পল্লবিত তরুলতা কতই আছে কাননময় দেওদার আর থলকমলে জানো কেন মুক্ত কয়?"২৫

এর সাথে নজরুলের রচিত :

"এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল

মিঠা নদীর পানি খোদা তোমার মেহেরবানী।"২৬

এর ভাব সংযোগ বিদ্যমান। ওমর খৈয়ামের এই বাহারিয়ার ভাব ফুল, ফল, পত্র, পল্লবে সজ্জিত নৈসর্গিক প্রকৃতির কল্পদৃশ্য সাজিয়ে লিখা যা নজরুলের রচিত অনেক গজলেই বিদ্যমান।

[২৩।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৬ষ্ঠ খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৫৭]

[২৪।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৫ম খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ২২৫]

[২৫।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৬ষ্ঠ খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৬৭]

[২৬।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৭ম খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১১৮]

ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের ফিরাকিয়া ও ওসালিয়া ভাব ধারার উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন ঘটেছে নজরুলের গজলে।

যেমন, ওমর খৈয়ামের:

"পেতে যে চায় সুন্দরীদের

ফুল্ল কপোল গোলাপ ফুল।"২৭

এর সাথে নজরুলের: "চেয়ো না সুনয়না

আর চেয়ো না এই আঁখির পানে।"২৮

গজলের ভাব সংযোগ তীব্র। যেন ওমরের ভাবের প্রকাশই নজরুল তাঁর গজলে ঘটিয়েছেন। ফিরাকিয়া ও ওসালিয়া হল প্রিয়ার মিলন-বিরহ। কাজী নজরুল ইসলামের বহু গজলের এক অনন্য অনুষঙ্গ হল ওমরের ফিরাকিয়া ও ওসালিয়া ভাব।

পারস্য শিল্প সাহিত্যে রুবাইয়াতের চরণে যেমন সুফিবাদ, মরমিবাদ, নিয়তিবাদ, আশাবাদ, নৈরাশ্যবাদ এবং দর্শন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে, তেমনি প্রাপ্ত ভাবের নির্যাস প্রসূত ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের ৬ টি ধারার প্রায় প্রতিটিই সার্থক রূপে প্রতিফলিত হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের গজলে। এজন্যই বিখ্যাত মার্কিন কবি জেমস রাসেল লোয়েল ওমরের রুবাইয়াত কে অভিহিত করেছেন চিন্তা উদ্দীপক পারস্য উপসাগরের মুক্তা বলে। আর কাজী নজরুল ইসলাম এর সম্পর্কে নিজেই বলেছেন: "কাব্যলোকের গুলিস্তান থেকে সঙ্গীতালোকের রাগিনী দ্বীপে আমার দিপান্তর হয়ে গেছে।"২৯

রুবাইয়াত শুধু পারস্য সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেনি বরং বিশ্ব ব্যপি পেয়েছে পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা। রুবাইয়াতের বহুল উত্থান ওমর খৈয়ামের হাত ধরে। প্রায় হাজার বছরের অনাবিষ্কৃত রুবাইয়াত কে ১৮৫৯ সালে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেন এডওয়ার্ড ফিট্সজেরাল্ড। এভাবেই মরুর রুবাইয়াত সাগর, মহাসাগর পাড়ি দিয়ে বাংলার বন্দরে এসে উপস্থিত হয়। বাংলার বিশিষ্ট অনেক কবি সাহিত্যিক রুবাইয়াতের নির্যাস তাদের সৃষ্টিকর্মে প্রয়োগ করলেও কাজী নজরুল ইসলাম তা সার্থক করেছেন সবদিক দিয়ে।

[২৭।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৬ষ্ঠ খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৭০]

[২৮।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৬১]

[২৯।কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৬ষ্ঠ খন্ড,বাংলাএকাডেমি১৯৯৩,পৃষ্ঠাঃ১৫১]

কাজী নজরুল ইসলামের অনূদিত রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম যা ১৯৫৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রুবাইয়াত নজরুলের অনুবাদের অত্যন্ত চমৎকার ভাষা ভঙ্গি যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি গজলে এর গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হয়েছে। নজরুল যখন যা লিখেছেন তা অসাধারণভাবে আয়ত্ত করেছেন। ওমর খৈয়ামের সাথে ব্যক্তি নজরুলের যে ভাবের মিল তা কাজী নজরুল ইসলামের অসাধারন প্রতিভার একটি অংশ মাত্র। শুধু অনুদিত কাব্য এবং শব্দচয়নের বিচারই নয়, ওমর খৈয়ামের ভাবধারা নিহিত গজলের প্রতিটি কোণে। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলামই রুবাইয়াতকে গজল এর অনুষঙ্গ হিসেবে সার্থক রূপদান করেছেন। যা কাজী নজরুল ইসলামের গজল কে করেছে অলংকৃত, নান্দনিক এবং দান করেছে গজলের শ্রেষ্ঠত্ব।

গ্রন্থপঞ্জি-

১. ইমাম খান সোহেল, গজল কথা, সুচয়নী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

২.আবুল খায়ের মোহাম্মদ , নজরুল সংগীতে নানন্দিকতা, এডরন পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪

৩. বরকতুল্লাহ মোহাম্মদ, পারস্য প্রতিভা, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, তৃতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

৪. নবী রশিদুন্(সম্পাদনা) নজরুল সংগীত সমগ্র, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

৫. সেন সুকুমার, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১৬।

৬. মোহাম্মদ নুরুল হুদা (সম্পাদক) নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা ১৯৯৯।

৭. আহমদ শাহাবুদ্দীন, নজরুল সাহিত্য বিচার,মুক্তধারা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭।

৮. নজরুল ইসলাম কাজী, নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড,বাংলা একাডেমি, প্রকাশ কাল১৯৯৩।

৯. নজরুল ইসলাম কাজী, নজরুল রচনাবলী ২য় খন্ড,বাংলা একাডেমি, প্রকাশ কাল১৯৯৩।

১০. নজরুল ইসলাম কাজী, নজরুল রচনাবলী ৩য় খন্ড,বাংলা একাডেমি, প্রকাশ কাল১৯৯৩।

১১. নজরুল ইসলাম কাজী, নজরুল রচনাবলী ৪র্থ খন্ড,বাংলা একাডেমি, প্রকাশ কাল১৯৯৩।

১২. নজরুল ইসলাম কাজী, নজরুল রচনাবলী ৫ম খন্ড,বাংলা একাডেমি, প্রকাশ কাল১৯৯৩।

১৩. নজরুল ইসলাম কাজী, নজরুল রচনাবলী ৬ষ্ঠ খন্ড,বাংলা একাডেমি, প্রকাশ কাল১৯৯৩।

১৪. নজরুল ইসলাম কাজী, নজরুল রচনাবলী ৭ম খন্ড,বাংলা একাডেমি, প্রকাশ কাল১৯৯৩।

১৫. নজরুল ইসলাম কাজী, নজরুল রচনাবলী ১০ম খন্ড,বাংলা একাডেমি, প্রকাশ কাল১৯৯৩।

১৬.গোস্বামী করুণাময়, বাংলা কাব্য গীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান, গাজী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১১।

১৭. Persian-Bengali-English dictionary, Aversaji Ali (editor) Cultural centre of the Islamic Republic of the Iran, Dhaka Bangladesh, date of Publication March 1998.

১৮. https://bangla.thedailystar.net/node/

১৯. https://bangla.bdnews24.com/arts/

২০. https://iranicaonline.org/articles/

২১. https://amader-kotha.com/page/401092/

২২. https://m.dailyinqilab.com/article/